19 APR 2016
পৃ: 2 কলাম 8

কালের কণ্ঠ

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের স্মারকলিপি

খসড়া শিক্ষা আইনের সাত উপধারা সংশোধনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন-২০১৬-এর সাতটি উপধারা সংশোধনের দাবি তুলেছেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা। গতকাল সোমবার দুপুরে দেশের সব লাইব্রেরি বন্ধ রেখে ঢাকা জেলা প্রকাশক বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ সমাবেশও করেছে তারা।

সমিতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন বলেন, 'শিক্ষা আইনে নোট বই বা গাইড বইয়ের সংজ্ঞা কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। এটি যদি প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে সৃজনশীল ও অভিধানসহ অসংখ্য ধরনের বইয়ের সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। এ জন্য আমরা খসড়া শিক্ষা আইনে নোট ও গাইড বইয়ের সংজ্ঞা ও এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ধারা-উপধারা বাতিলের আবেদন করছি।'

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা জানান, দেশের বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনো বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের মতো বিষয়েরই বেশি সংকট। আর যাঁরা আছেন তাঁরাও যথাযথ দক্ষ নন। তাই শিক্ষকরাও সহায়ক বইয়ের সাহায্য নেন। এক গবেষণায় দেখা যায়, ৯৭ শতাংশ শিক্ষার্থী সহায়ক বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। ফলে সৃজনশীল সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ বন্ধ হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান অনেকাংশেই ব্যাহত হবে।

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এনসিটিবির মূল কাজ যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন ও গবেষণা করা। তারা বর্তমানে দুই শতাধিক বিষয়ের বই প্রকাশ করেছে। ফলে মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজের তদারকিতেই তাদের বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্যদিকে বেসরকারি প্রকাশকরা বছরে কয়েক হাজার ধরনের বই প্রকাশ করে থাকেন। ফলে এই প্রস্তাবিত আইন অনুসারে সহায়ক বই প্রকাশে এনসিটিবির অনুমোদন নিতে হলে সব কাজেই জটের সৃষ্টি হবে। স্মারকলিপিতে প্রকাশকরা উল্লেখ করেন, সহায়ক বই প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে মুদ্রণ শিল্প, কাগজ শিল্প, বাঁধাই শিল্প ও কালি শিল্পের প্রায় ২৫ লাখ মানুষ জড়িত।